দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

১৪৫

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

নতুন বছরের শুরু থেকে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হচ্ছে যাচ্ছে। গত বছর দেশের চৌষট্টিটি জেলার আটষট্টিটি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। প্রথম বছরের অভিজ্ঞতা সন্তোষজনক প্রমাণিত হওয়ায় এবার থেকে এ কর্মসূচী গোটা দেশে সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আমরা এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। প্রাথমিক শিক্ষা আজকের দুনিয়ায় একটি মৌলিক চাহিদা হিসাবে স্বীকৃত। প্রতিটি শিশুর জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা গেলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিতও সম্প্রসারিত হবে।

ইউনিসেফ পরিচালিত এক জরীপে দেখা গেছে গত বছর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর শতকরা তিরিশটিতে পরিপূর্ণ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। অন্যগুলোতে সাফল্যের মাত্রা একানব্বই শতাংশ। আমাদের মত পশ্চাদপদ আর্থ–সামাজিক পরিবেশে এ সাফল্য নিঃসন্দেহে উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। গোটা দেশে অনুরূপ সাফল্য অর্জিত হলে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করে জীবনের মানোন্নয়ন নিয়ে দুর্ভাবনার কোনোই কারণ থাকবে না। জাতীয় উৎপাদনেও এ সাফল্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। আমরা তাই এ কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা একটি প্রয়োজনীয় এবং উচ্চাভিলাষী কর্মসূচী। আমাদের সম্পদ সামর্থ্যের আলোকে একে অবশ্যই কঠিন কর্মসূচী বলেও মানতে হবে। সরকার এমন একটি কর্মসূচী বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে যে সাহসের প্রমাণ দিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে সাফল্যের জন্যে নেহাত সরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভর করা হলে ভুল করা হবে। সরকার এ দিকটি সম্পর্কে সচেতন আছেন বলেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি আন্দোলনে পরিণত করার আহবান জানিয়েছেন। এ আহবানের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। প্রতিটি সচেতন নাগরিককে, বিশেষভাবে সমাজকর্মী-দের এদিকে মন দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হলেও, নেহাত অবস্থানগত কারণে হলেও—কিছুসংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যেতে বাধ্য। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে পূর্ণতা দিতে হলে এদের কথাও ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসূচী এক্ষেত্রে সুফল দিতে পারে। আমরা মনে করি, জনকল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি এতে অবদান রাখতে পারেন। সরকারী উদ্যোগের পরিপূরক কিছু কর্মসূচী চালু হলেই কেবল পরিপূর্ণ সাফল্য আশা করা যেতে পারে। কিছু কিছু সেবা সংস্থা এক্ষেত্রে কাজও করছেন এবং তাদের অবদান প্রশংসাও পেয়েছে। সরকারী ও এইসব বেসরকারী কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় বিধানের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা এ দিকটির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।